খুলাসা খুতবা জুমা ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪

স্থান: মসজিদ বায়তুল ফুতুহ লন্ডন

তাশাহুদ , তাউজ ও সুরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, গতকাল ২০ শে ফেব্রুয়ারী অতিক্রান্ত হল। এই দিনটি জামাতে আহমদীয়ায় মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর ভবিষ্যদ্বানীর দিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।এই ভবিষ্যদ্বানীতে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) তাঁর এক মহান পুত্র সন্তানের জন্ম গ্রহণের সুসংবাদ দান করেছিলেন, যে পূণ্যবান , সৎকর্মশীল এবং বহু গুণাবলীর অধিকারী হবে। বিগত জুমাতেও আমি হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর নিদর্শনাবলীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছিলাম, আজকেও আমি এটাই উচিৎ মনে করলাম যেহেতু ২০ ফেব্রুয়ারী সংলগ্ন জুমা রয়েছে, এই কারণে এই ভবিষ্যদ্বানীটির উল্লেখ করব, যেটাকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এক মহান নিদর্শন রূপে অভিহিত করেছেন।সমালোচকদের জবাবে তিনি(আঃ স্পষ্টিকরণ উপস্থাপন করেন যে, তোমরা আপত্তি কর , কিন্তু এমন ভবিষ্যদ্বানী করা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে । আর কেবল পুত্র সন্তান জন্মের ভবিষ্যদ্বানীই নয় , বরং এমন সকল গুণাবলী সম্পন্ন পুত্র হওয়ার ভবিষ্যদ্বানী যে দীর্ঘজীবী হবে এবং তাঁর নিজের জীবদ্দশাতেই জন্ম গ্রহণ করবে।তিনি বলেন যে যদি ঘোষণাটিকে গভীর ও ন্যয় বিচারের দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তবে এর ঐশী নিদর্শন হওয়ার বিষয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারেন।তিনি সমালোচকদের বলেন যদি সন্দেহ হয় তবে এই প্রকারের ভবিষ্যদ্বানী যা এমনই নিদর্শনাবলী সম্বলিত হবে , তা উপস্থাপন করে দেখাও তিনি বলেন এই স্থানে মনযোগ সহকারে দেখা উচিত যে এটা কেবল ভবিষ্যদ্বানীই নয় বরং এক মহান ঐশী নিদর্শন । যেরূপ তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামের সত্যতা ও আঁ হযরত(সাঃ) এর শ্রেষ্ঠতাকে সকলের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করা।তিনি এখানে এই ভবিষ্যদ্বানী ও নিদর্শন উপস্থাপন করে একথা বলেন নি যে এটা আমার সত্যতার নিদর্শন বরং তিনি বলেছেন যে এই আসমানী নিদর্শনটিকে খোদা তায়ালা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ(সাঃ) এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রকট করেছেন।তিনি বলেন , প্রকৃত পক্ষে এই নিদর্শনটি একজন মৃতকে জীবীত করার চাইতে শত গুণ উচ্চ মর্যাদ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতার রাখে।

হুজুর বলেন: যাই হোক এই ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী যেরূপ আমরা জানি যে ১৮৮৯ সালের মার্চে সেই প্রতিশ্রুত সন্তান জন্ম গ্রহণ করে যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আঁ হযরত(সাঃ) এর সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এমন অসাধারণ কির্ত্তী স্থাপন করে গেছেন যা অবস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সালের সেই ইস্তেহার থেকে মুসলেহ মওউদ(রাঃ) সংক্রান্ত মূল ভবিষ্যদ্বানীটি পাঠ করে শোনান।হুজুর(আইঃ) বলেন যদি হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় , তাঁর জীবনীকে নিরীক্ষণ করা হয় তবে তার জন্য অনেক গুলি পুস্তক লেখার প্রয়োজন হবে।কোনো খুতবা বা কোনো বক্তৃতার মধ্যে হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর জীবনী ও কার্যকলাপকে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়।

যাই হোক আজকেও আমি এই ভবিষ্যদ্বানীর দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর জীবনীর বিষয়ে কিছু উপস্থাপন করব।যার মধ্যে দুএকটি কথা ভবিষ্যদ্বানী সংক্রান্ত নয়।বরং ভবিষ্যদ্বানীরই দুএকটি আঙ্গিক নিয়ে।এবং এ প্রসঙ্গেও যে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কিভাবে অপরাপর সকলকে প্রভাবিত করেছে। এর পূর্বে হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর পুস্তাকাবলী ও ভাষণ সমূহের একটি জরিপ উপস্থাপন করতে চাই।

যাই হোক ফজলে উমর ফাউন্ডেশন হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর পুস্তকাবলী , লেকচার ও বক্তব্যগুলির সংকলন আনওয়ারুল উলুম নামে প্রকাশিত করছে।এখন পর্যন্ত আনোয়ারুল উলুমের ২৪ টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে যাতে ৬৩৩ টি লেকচার ও ভাষণ ও পুস্তকাদি সম্মিলিত রয়েছে।এবং ফজলে উমর ফাউন্ডেশনের পরিকল্পনা রয়েছে , তাদের অনুমান যে ৩২ টি খন্ড প্রকাশিত হবে।এবং এইরূপে মোট লেকচার , বক্তৃতা ও পুস্তকের সংখ্য প্রায় সাড়ে আট শো- র কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।অনুরূপভাবে জুমার খুতবা , ঈদের ও নিকাহ-র খুতবার সংখ্যা প্রায় ২০৭৬ দাঁড়ায়। এবং এখন খুতবাতে

মাহমুদের মোট ২৮ টি খন্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে যার মধ্যে ১৬০২ টি খুতবা রয়েছে।১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ সালের পর্যন্ত খুতবা গুলি ২৯ থেকে ৩১ তম খন্ডে প্রকাশিত হবে। এগুলিতে প্রায় আরও ৫০০ টি খুতবা সম্মিলিত হবে।

এগুলি তাঁর জ্ঞানমূলক কর্মকান্ডের একটা প্রচ্ছন্ন পরিলেখ মাত্র।কিন্তু যদি প্রত্যেক খুতবা ও বক্তৃতা শোন যায় এবং প্রত্যেক লেকচার অনুধাবন করা যায় তবে দেখবে যেন জ্ঞান ও তত্বদর্শিতার এক মুক্তো মালা সাজানো রয়েছে।এবং জ্ঞানের এমন ধারা প্রবহমান যার দ্বারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়।হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস(রঃ) একবার একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছিলেন, তিনি বলেন ,কোনো একটি আঙ্গিকে নিয়ে বিশ্লেষণ করুন , যেমন " সে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে"। এরই মধ্যে এত ব্যপকতা ও বিস্তৃতি রয়েছে অনবরত যদি বর্ণনা করে যাই তবু তা শেষ হবে না।

এই প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস(রঃ) বলেন , আমার ধারণা যে হুজুর কেবলমাত্র কুরানের ব্যাখাতেই আট থেকে দশ হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন। এর দশটি খন্ড রয়েছে। যাতে সুরা ফাতেহা ও সুরা বাকারা মিলে প্রথমের দুটি সুরা।তার পর সুরা ইউনুস থেকে সুরা আনকবুত পর্যন্ত অর্থাৎ দশম সুরা থেকে উনত্রিশ তম সুরা পর্যন্ত , এর পর সুরা নাবা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত অর্থৎ সর্বমোট ৫৯টি সুরার তফসীর লিখেছেন। তফসীরটি প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত এবং লেখার অক্ষর গুলি খুব ছোটো আকারের ,যদি বর্তমানের হিসাবে লেখা হয় তবে হয়তো দশ হাজার বা বারো হাজার পৃষ্ঠা হবে। যাই হোক এগুলির পুনঃমূদ্রন হচ্ছে।

এছাড়া তাঁর ধর্মীয় দর্শন ভিত্তিক(কালাম) দশটি পুস্তক ও পুস্তিকা , আধ্যাত্মিকতা , ইসলামী রিতি নীতি, ও ইসলামী আকিদা ভিত্তিক ৩১ টি পুস্তক ও পুস্তিকা লিখেছেন।সীরাত ও জীবনী ভিত্তিক ১৩ টি ইতিহাস ভিত্তিক ৪টি ও ফিকা বিষয়ক ৩টি পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেন।ভারত বিভাজনের পূর্বের রাজনীতির উপর ২৫টি ও বিভাজনের পরে পাকিস্তান স্থাপনার পরের রাজনীতির উপর ৯টি এবং কাশ্মীরের রাজনীতির বিষয়ে ১৫টি পুস্তক ও পুস্তিকা লেখেন।এছাড়াও আহমদীয়া আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি ও গতিবিধি সম্পর্কে প্রায় ১০০ টি পুস্তক পুস্তিকা লেখেন । এগুলি ছাড়াও আরও অগণিত প্রবন্ধ রয়েছে, যেরূপ আমি বর্ণনা করেছি , এই সংখ্যা প্রায় ৮০০ এর উর্দ্ধে হবে।

খলীফা সালেস বলেন , যে রূপ আমি বর্ণনা করেছিলাম যে সে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে।এর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান উভয়ই লক্ষ্য করা যায় ।আর সব থেকে উত্তম দিক হল এই যে তিনি যখনই কোন পুস্তক বা পুস্তিকা লিখেছেন প্রত্যেকে একবাক্যে একথায় বলেছে যে এর চাইতে উত্তম লেখা সম্ভব নয়।রাজনীতিতে যখন তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন অথবা তিনি রাজনীতি প্রসঙ্গে কোন উপযোগী পরামর্শ দিয়েছেন ,বড় বড় বিরোধীরা পর্যন্ত তাঁর অতুলনীয় যোগ্যতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) তফসীরে কবীরের বিষয়ে অপরাপরদের মন্তব্য উপস্থাপন করেন।

আল্লামা নিয়াজ ফতেহ পুরি সাহেব হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)কে একটি পত্রে লিখছেন যে আমার সামনে এখন তফসীরে কবীরের তৃতীয় খন্ড রয়েছে।(ইনি আহমদী ছিলেন না।) এবং আমি এটিকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে যাচ্ছি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই যে কুরানে মজীদ অধ্যায়নের ক্ষেত্রে আপনি একটি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি তৈরী করেছেন । এই তফসীরটির নিজের একটি অভিনব চরিত্র আছে।যেখানে বুদ্ধিমত্তা ও বিবেবকের চমৎকার সমাবেশ ঘটেছে। আপনার জ্ঞানের গভীরতা, দৃষ্টির ব্যপকতা, আপনার অসাধারণ চেতনা ও বিবেক ,আপনার যুক্তি উপস্থাপনের কুশলতা এর প্রত্যেকটি শব্দ থেকে প্রতিভাত হচ্ছে। আর আমার আক্ষেপ হচ্ছে যে আমি কেন আমি এতদিন অনহিবিত ছিলাম। এর সমস্ত খন্ড গুলি দেখার আমার প্রবল আকাঙ্খা।গত কাল সুরা হুদ এর তফসির- এ হযরত লুত (আঃ) সম্পর্কে আপনার ধারণার ব্যপারে অবগত হয়ে হৃদয় আপ্লুত হল। এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখতে বাধ্য হলাম যে আপনি 'হা উ লায়ে বানাতি' র তফসীর করার সময় অন্যন্য সকল তফসীরকারকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি কোন অবলম্বন করেছেন। এর প্রশংসা করার জন্য আমার কাছে শব্দ নেই। খোদা তায়ালা আপনাকে দীর্ঘ সময় শান্তিতে রাখুক।

জনাব আখতার সাহেব এম.এ সদর উর্দু বিভাগ পাটনা ইউনিভার্সিটি , জনাব আব্দুল মান্নান সাহেব বেদিল প্রাক্তন সদর ফার্সি বিভাগ পাটনা কলেজ এর তফসিরের সম্পর্কে তাঁর নিজের এক চোখে দেখা ঘটনা বর্ণনা করেন, বলেন যে, আমি একের পর এক হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ)এর তফসীর কবীরের কয়েকটি খন্ড প্রফেসর আব্দুল মান্নান সাহেব ফার্সি বিভাগ পাটনা ইউনিভার্সিটি এর নিকট উপস্থাপন করি , তিনি সেই তফসির গুলিকে পড়ে এত প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি মাদরাসা আরাবিয়া শামসুল হুদার অধ্যাপকদেরকেও কিছু খন্ড পড়ার জন্য দেন এবং একদিন কয়েকজন অধ্যাপককে ডেকে এনে তাদের অভিমত জানতে চান। একজন অধ্যাপক বললেন যে ফার্সি তফসির গুলিতে এমন তফসির দুর্লভ। প্রফেসর আব্দুল মান্নান সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন যে আরবী তফসির গুলি সম্পর্কে কি ধারণা। অধ্যাপকগণ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণ পর তাদের মধ্য থেকে একজন বলল , পাটনায় সমস্ত আরবী তফসীর উপলব্ধ নয়।মিসর ও সিরিয়ার সমস্ত তফসীর অধ্যায়ন করার পরই সঠিক মতামত প্রকাশ করা যেতে পারে। অধ্যাপক সাহেব পুরোনো আরবী তফসীরের বর্ণনা করতে আরম্ভ করে দেন এবং বলেন মির্জা মাহমুদের সমতুল্য একটিও তফসীর কোনো ভাষায় পাওয়া যাবে না। আপনারা মিসর ও সিরিয়ার নতুন তফসীরগুলিও আনিয়ে দেখতে পারেন , তার পর কয়েক মাস পর আমার সঙ্গে কথা বলুন। আরবী ও ফার্সি উলেমাগণ হতভম্ব রয়ে গেলেন।

তার পর সৈয়দ জাফর হোসেন সাহেব অ্যাডভকেট ‘ সিদকে জদীদ’ নামে নিজের পত্রে লিখছেন : তফসীর কবীর পাঠ করে আমি এই প্রথম কুরান করীম সম্পর্কে অবগত হলাম।যেরূপ আপনি লিখেছেন (তাঁকে লিখছেন) নিজের পন্থা ত্যাগ করে আহমদীয়ার মত জামাতে প্রবেশ করা ,যা সম্পর্কে ইসলামের সমস্ত উলেমারা একটা ভিতী তৈরী করে রেখেছে , এটা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটন হয়ে যাওয়ার পর বিপদাবলীকে কেউ গ্রাহ্যও করেনা। তা সত্বেও আমি দিবা রাত্রি সিজদারত থেকে দোয়া শুরু করি যে হে আল্লাহ! আমাকে ‘সিরাতে মুস্তাকিম’ দেখাও। এই রূপ অবস্থায় কয়েক মাস অতিবাহিত হল। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি আমার সিজদার জায়গা অশ্রুজলে ভিজে যেত। আমার বিশ্বাস ,আমার দোয়া কবুল হয়েছে।কেননা আহমদীয়াতকে সত্য জ্ঞান করার আকিদায় আমি অবিচল রয়েছি এবং কাদিয়ান থেকে মিঁয়া হযরত ওয়াসিম সাহেবের নিকট একটি পত্র মারফত আমি বয়াত গ্রহণ করার দরখাস্ত করেছি।

তিনি বলেন আমার বয়াত গ্রহণ করার পূর্বে খলীফা সাহেব বলেন যে একজন আহমদীর কর্ত্তব্য হল যে সে যুগের সরকারের প্রতিও বিশ্বস্ত থাকবে , এবং আইনের মধ্যে থেকে কাজ করবে। আমি প্রত্যুত্তরে জানাই যে হুজুরের তফসীর এই সকল বিষয় গুলি আমার অন্তরের মধ্যে খোদাই করে লিখে দিয়েছে। কিছু দিন পর আমি যখন কাদিয়ান থেকে সংবাদ পেলাম যে আমার বয়াত গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে তখন আমি সিজদায় চলে যায়।তার পর বলেন তফসীরে কবীরে এক স্থানে আমি পড়েছিলাম যে, খলীফা যিনি মুসলেহ মওউদ হবেন তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন। আমি হুজুরের নিকট আবেদন করি(তিনি কারাগারে ছিলেন) যে আমার মুক্তির জন্য দোয়া করুন। হুজুর দোয়া করেন যে আল্লাহ তায়ালা আপনার মুক্তির উপকরণ তৈরী করুক। এর কয়েকদিন পরেই আমি মুক্তি পেয়ে যাই। প্রতিশ্রুত খলীফার বিষয়ে এই ভবিষ্যদ্বানী যে “ তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন ” আমি জীবন্ত প্রমাণ।

অপরদিকে পশ্চিমি চিন্তাবিদরা রয়েছেন, বিভিন্ন স্থানের ইউরোপের , আমেরিকার চিন্তাবিদরা রয়েছেন , তার মধ্যে আমি একটি উদাহরণ দিব। এ.জি .আরবরী যিনি ব্রিটিশ পশ্চাত্য বিশারদ , আরবী, ফার্সি ও ইসলামী বিষয়সমুহের স্কলার, তিনি বলেন , যে কুরান করীমের এই নতুন অনুবাদ ও তফসীর এক বিরাট কির্ত্তী।

হুজুর আনোয়ার বলেন যে সিরিয়ার একজন ডাক্তার আনিস সাহেব বলেন, সত্য ও জ্যোতির সন্ধানে অনেক উলেমার পুস্তাকাদি ও তফসীর পড়েছি । যার মধ্যে সুলতানুল আরেফিন ইবনে আরবী ও মহম্মদ বিন আলাল হাতমী তাই প্রমূখদের তফসিরও ছিল , কিন্তু কোনও তফসীরে সেই গুণ ও মিষ্টতা ও আনন্দ লাভ করিনি যা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের তফসীরে লাভ করেছি।

মারাকশ এর জামাল সাহেব লেখেন যে যখন আমি এই তফসীরটি পড়ি এবং এটিকে অন্যান্য তফসীরদের সঙ্গে তুলনা করি , আকাশ পাতাল পার্থ্যক্য দেখি।এখানে ঐশী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সুক্ষদর্শনের বর্ণনা ছিল এবং শরিয়তের সার তত্ব ছিল।

অপরদিকে অন্যন্য তফসীর গুলি কেবল বাহ্যিক বিষয় নিয়েই সন্তষ্ট থেকেছে। এই তফসীরের অধ্যায়ন আমার হৃদয়ে ইসলামের এমন সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছে যা আমার আত্মার গভীরে বিরাজ করছে।

হুজুর আনোয়ার (আঃ) হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর লেকচার সম্পর্কে অন্যদের অভিমত প্রসঙ্গে বলেন:-

পাঞ্জাব লিটেরেলী আন্দোলনের বিষয়ে , যার নেতা পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেতন তিনি লাহোরে দুটি ভাষন দান করার স্বীকৃতি দেন। সেই অনুসারে হুজুরের প্রথম ভাষণ " বিশ্বের ভাষাসমূহের মাঝে আরবী ভাষার স্থান" এর বিষয়ে ৩১ শে মে ১৯৩৪ মাল রোড লাহোর স্থিত ওয়াই .এম.সি কক্ষে আরম্ভ হয়।অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব ডাক্তার বরকত আলি সাহেব কুরায়েশি এম.এ, পি.এইচ.ডি, অধ্যাপক ইসলামীয়া কলেজ ।হুজুরের ভাষণ দেড় ঘন্টা চলে , শ্রোতবর্গ একাগ্র চিত্তে তা শুনতে থাকে।শেষে সভাপতি মহাশয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক উপস্থিতবর্গকে লেকচার থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে এমন জ্ঞানবর্ধক বিষয় সম্পর্কে পুণরায় যাতে শোনা যায়।শ্রোতাদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণির প্রত্যেক ক্ষেত্রের বিচারধারার মানুষ ছিলেন।

লালা কমর সেন সাহেব প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কাশ্মীর যিনি লালা ভীম সেন সাহেব এর সুপুত্র ছিলেন, তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।তিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এর বক্তৃতা ও সভাপতি সাহেবের বক্তৃতা শোনার পর তাঁর এক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক ভাষণে নিজের ভাবাবেগ ব্যক্ত করেন। তিনি ইংরাজি ভাষায় একটি বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, আজ সুযোগ্য এক বক্তা আরবী ভাষার মহত্ম সম্পর্কে যে আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী বক্তব্য দান করেন তা শুনে আমি আনন্দিত। তিনি বলেন যে যখন আমি লেকচার শোনার জন্য আসি ,তখন আমার ধারণা ছিল হয়তো বিষয়বস্তু এই প্রকারে বর্ণনা করা হবে যে প্রকারে সনাতন পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষ করে থাকে। তিনি এইভাবে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে খ্যাত আছে যে কোনো আরবকে একবার আরবী ভাষার মহত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় ; সে উত্তর দেয় যে তিনটি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।অর্থাৎ আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের তিনটি কারণের প্রথম কারণ হল এই যে সে আরব নিবাসী, দ্বিতীয় এই যে কুরান আরবী ভাষায় , তৃতীয় এই যে জান্নাতে আরবী ভাষায় কথোপকথন হবে।তিনি বলেন ,আমার ধারণা ছিল হয়তো এই ধরণেরই কথা আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা হবে।কিন্তু যে লেকচার দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত তথ্যবহুল ও তত্বসমৃদ্ধ ছিল।আমি জনাব মির্যা সাহেবকে আশ্বস্ত করছি যে আমি তাঁর বক্তব্যের এক একটি শব্দ পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং তা থেকে অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেছি ও উপকৃত হয়েছি।আমি আশা ব্যক্ত করি , এই ভাষণের প্রভাব দীর্ঘকাল আমার অন্তরে বিরাজ করবে।

এর পর সৈয়্যদ আব্দুল কাদের সাহেব এম.এ. উপাচার্য ইসলামীয়া কলেজ লাহোর- ইনি ইতিহাস বিভাগের সদর ছিলেন ,ইসলামীয়া কলেজে ইসলাম ও সমাজতন্ত্র , ইসলাম ও সাম্যবাদ শীর্ষক পত্রিকা ' সান রাইজ ' লাহোরে একটি প্রবন্ধ লেখেন যার একাংশ এখানে দেওয়া হল। তিনি বলেন " ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা" ও সাম্যবাদের উপর মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব , ইমাম জামাত আহমদীয়ার ভাষণ শোনার আমিও সম্মান লাভ করেছি। এই লেকচারটিও তার অন্যান্য লেকচার গুলির মত যেগুলি আমার শোনার অবসর হয়েছে , জ্ঞানের ক্ষেত্রে দিপ্তী সৃষ্টিকারী এবং তথ্য সমৃদ্ধ ছিল।মির্যা সাহেব খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী , তিনি এই বিষয়ে প্রত্যেকটি আঙ্গিকের উপর পূর্ণ দক্ষতা রাখেন।এই কারণে তার বিচারধারা এবিষয়ের দাবি রাখে যে আমরা যেন এর প্রতি সম্মানের দৃষ্টি দিয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিই।

হুজুর বলেন : অতএব এটি একটি আঙ্গিকের উদ্ভাস যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বানীতে উল্লেখ আছে।আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর জ্ঞান ও তত্বদর্শিতার যে ধনভান্ডার আমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলি পড়ার তৌফিক দান করুক।আর যেরূপ তাঁর নিবন্ধগুলির বিষয়াবলীর একটি সাধারণ তালিকা আমি উপস্থাপন করলাম , বিভিন্ন প্রকারের প্রবন্ধ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এগুলি থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুক। এবং আমরা জ্ঞান ও তত্বদর্শিতায় উন্নতি লাভকারী হই।খুতবার শেষে হুজুর আনোয়ার মহতরম সাহেবজাদা মির্যা হানিফ আহমদ সাহেবের মৃত্যু সংবাদ দেন এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। জুমার নামাজের শেষে তারঁ নামাজে জানাজা পড়ান।